প্রকৃত অশুচি কী?

মার্ক ৭:১৪-২৩

গত সপ্তাহে শুচিতা সম্বন্ধে ইহুদি পরম্পরাকে নিয়ে যীশুর সঙ্গে ফরিসীদের তর্ক আমরা লক্ষ্য করেছি।

১-৫ পদে আমরা দেখেছি ফরিসীরা যীশুর শিষ্যদের দোষ ধরেছে, "কেন তারা খাবার আগে হাত ধোওয়ার রীতি পালন করে না?" এমন প্রশ্নের পিছনে যে কারণটি আমাদের চোখে পড়ে তা হল, তাদের ন্যায় আমরাও অনেক সময় আমাদের পাপের সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে কেবল উপরের বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিই (বিশেষত খাদ্য, তাস খেলা, সিনেমা দেখা, নাচ করা, বিশেষ পোশাক-পরিচ্ছদ, গান শোনা ইত্যাদি থেকে দূরে থাকা)। কিন্তু যীশু আমাদের শিক্ষা দিলেন, বাহ্যিক শুচিতার রীতি কখনও আমাদের আন্তরিক পাপের সমস্যার সমাধান করতে পারে না।

৬-১৩ পদে আবার লক্ষ্য করেছি, মানুষ আমরা কীভাবে আমাদের চিন্তাকে ঈশ্বরের চিন্তা হিসাবে ভুল করে থাকি। আমরা যখন সমস্যার মূল বা কেন্দ্রকে না দেখে উপরের বিষয়গুলোর প্রতি মনোযোগ করি, তখন আমরা এমন ভুল করে থাকি। তাই, যীশু পুরাতন নিয়ম (যিশাইয় ২৯:১৩) থেকে ইহুদিদের মুখে ঈশ্বরের আরাধনা, কিন্তু হৃদয়ে অন্য ভাবনার কথা উল্লেখ করেন। একইভাবে, নিজের উদ্দেশ্য (পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব থেকে মুক্তি) পূরণ করতে ঈশ্বরের বাক্যের (কোরবান) অপব্যবহার সম্বন্ধেও যীশু উল্লেখ করেন। যীশু স্পষ্ট ভাষায় তাদের এই আচরণকে কপটতা আখ্যা দেন। ঠিক একইভাবে আমরাও যখন বাহ্যিক বিষয়ের উপর জোর দিই, আমরাও আমাদের ইচ্ছা বা চিন্তাকে ঈশ্বরের ইচ্ছা বা চিন্তা হিসাবে ভুল করে থাকি। অবশ্য এর অর্থ, সকল পরম্পরা বা রীতি-নীতিই যে খারাপ, এমন নয়। (বাইবেলে কোথাও যীশুর জন্মদিন পালন করতে আমাদের বলা হয়নি। কিন্তু খ্রীস্টীয় পরম্পরা বড়দিনের সময় আলো জ্বালাতে, ঘর সাজাতে, উপহার বিনিময় করতে, পরিবারের সকলে একসঙ্গে আহার করতে, ইত্যাদি শিখিয়েছে। এর মধ্যে দোষের কিছু নেই। এ খুবই ভালো পরম্পরা)। কিন্তু আমরা যেন কখনও আমাদের তৈরি পরম্পরাকে ঈশ্বরের বাক্যের সমান মর্যাদা না দিই। ভালো পরম্পরা সর্বদা ঈশ্বরের বাক্যকে মেনে তৈরি হবে। ফরিসীদের ন্যায় ভুল করা থেকে নিজেদের মুক্ত রাখতে, আমাদের উচিত আমাদের ধ্যান-ধারণা সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন ও নম্র হওয়া। তাই, আমাদের উচিত বেশি করে বাইবেল পড়া ও আমাদের ভুল চিন্তাকে সঠিক করা। বাইবেলের বাক্যকে নিজের ইচ্ছা মত ব্যাখ্যা না করা থেকে সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে।

১৪-২৩ পদে যীশু বিস্তৃতভাবে এই সমস্যার মূল কারণকে দেখিয়েছেন, "প্রকৃত শুচিতা বা অশুচিতা কী?" অধ্যায়ের শুরুতে সমস্যাটি কেবল হাত-ধোওয়া সম্বন্ধে ফরিসীদের সঙ্গে মতের অমিল হিসাবে ছিল। যদিও বাইবেল কোথাও এমন আজ্ঞা করে না, ফরিসীরা তা যোগ করেছিল। কিন্তু এই অংশে যীশু এমন বিষয়ের উল্লেখ করেন যে বিষয়ে বাইবেলেও উল্লেখ পাওয়া যায়। পুরাতন নিয়মে (লেবীয় ১১) সমস্ত খাদ্যবস্তুকে শুচি ও অশুচি হিসাবে দু-ভাগে ভাগ করা হয়েছে, এবং অশুচি

খাদ্যবস্তু থেকে দূরে থাকতে আজ্ঞা করা হয়েছে।

কিন্তু যীশু যেহেতু আমাদের মাঝে ঈশ্বরের রাজ্যের আগমন ঘটিয়েছেন, বিভিন্ন বিষয়ের আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। তাই উট, শশক, শূকর, বা তাদের শব, বা আঁশবিহীন মাছ প্রভৃতি বিষয় আর আমাদের অশুচি করতে পারে না। ঈশ্বর বিশ্বাসীদের জন্য অশুচি খাদ্যদ্রব্যের বিধান আর খাটে না। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, যীশু বলছেন সেগুলি সব ভুল ছিল। যীশুর পৃথিবীতে আসার পূর্বে, আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার পূর্বে, এইসব বিধানের অবশ্যই মূল্য ছিল। কিন্তু এখন যেহেতু ঈশ্বর-পুত্র যীশু খ্রীস্ট পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন, ঈশ্বরের রাজ্য আমাদের মাঝে স্থাপিত হয়েছে, সেইহেতু, শুচিতা সম্বন্ধীয় ঐ সকল বিধানের আর প্রয়োজন নেই।

মার্কের কথানুসারে, যীশু এইভাবে সমস্ত খাদ্যবস্তুকে শুচি ঘোষণা করলেন। তাই, আপনি কী খান, তা দ্বারা আপনি কে, তা প্রকাশ পেতে পারে না। আবার বাহ্যিক কোন বস্তুর সংস্পর্শে আসলেও আপনি অশুচি হন না। কিন্তু আমার আপনার ভিতর থেকে যা বের হয়, তাই আমাদের অশুচি করে। যীশু এখানে হৃদয়কে নির্দেশ করছেন। বাইবেলে হৃদয়কে আমাদের ব্যক্তিত্বের কেন্দ্রবিন্দু বা জীবনের নিয়ন্ত্রণ-স্থান হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আমি আপনি কে, তা আমাদের হৃদয়ের দ্বারা নির্দিষ্ট হয়। তাই, যীশু আমাদের হৃদয়কে শুচিতা বা অশুচিতার কারণ বা উৎস হিসাবে নির্দেশ করেছেন। যেহেতু, আমাদের সমস্ত মন্দতা হৃদয় থেকে বের হয়।

হৃদয় থেকে বের হয়, এমন মন্দতার, এক বিরাট তালিকা যীশু আমাদের সামনে পেশ করেছেন (২২ পদ)- ব্যভিচার, চুরি, নরহত্যা, লোভ, দুষ্টতা, ছল, লাম্পট্য, কুদৃষ্টি, নিন্দা, অভিমান, মূর্খতা, ইত্যাদি)। যে কোন মানুষের হৃদয় এদের জন্ম ও বৃদ্ধি দিতে উর্বর ভূমি হিসাবে কাজ করে। এগুলি বাহ্যিক বিষয়ের জন্য নয়, কিন্তু আমাদের হৃদয়ের পরিস্থিতির কারণে আমাদের উপর কর্তৃত্ব করে।

অর্থাৎ, যীশু এখানে বলতে চেয়েছেন, আমাদের পাপের সমস্যার কারণ আমাদের পরিবেশ নয়, কীভাবে আমরা বড় হয়েছি, বা কোন্ সংস্কৃতিতে আমরা পালিত হয়েছি, বা বাহ্যিক কোন বিষয় নয়। কিন্তু আমাদের হৃদয়ে ইতিমধ্যে দানা বেঁধে আছে সেইসকল বিষয়। তাই যিরমিয় ভাববাদী এমন কথা বলেছেন, "অন্তঃকরণ সর্বাপেক্ষা বঞ্চক, তাহার রোগ অপ্রতিকার্য, কে তাহা জানিতে পারে?" (যিরমিয় ১৭:৯)।

তাই, আমাদের হৃদয়ের পরিস্থিতির সত্য উপলব্ধি আমাদের পাপের সমস্যার সত্য কারণকে নির্দেশ করে। আমরা আমাদের পাপের সমস্যার সমাধান ফরিসীদের মত বাহ্যিক পদ্ধতিতে (রীতি-নীতি) নয়, কিন্তু আমাদের হৃদয়ের আমূল পরিবর্তনের দ্বারা করব। রোগের লক্ষণের প্রতিকার নয়, কিন্তু রোগ-জীবাণুকে উৎখাত করতে হবে। কেবল যীশুই পারেন আমাদের হৃদয়ের পরিবর্তন করতে।